গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৩৯.১৪-৬০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৩ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয়: মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান সংক্রান্ত।

মেধার লালন, মূল্যায়ন ও প্রণোদনা প্রদান করা হলে মেধাবীদের মাঝে আরও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এ লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তিগত পর্যায় হতে বিভিন্ন সময়ে এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, স্নাতক/স্নাতকোত্তর/ সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়ে থাকে। । তবে, জেলা/উপজেলা প্রশাসন হতে সাধারণভাবে মাধ্যমিক/সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সপ্তম হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা/সম্মাননা/সনদ প্রদান করা হয় না। এইসব মেধাবী শিক্ষার্থীগণ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং জাতির কাণ্ডারী হিসাবে দেশ গড়ার দায়িত্ব নিবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তাঁদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে তাঁর উপজেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সপ্তম হতে দশম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হলে তাঁরা আরও বেশি উৎসাহিত হবে, প্রশাসনের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবে, বিভিন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলা সংক্রান্ত তথ্যাদির দ্রুত আদান-প্রদান হবে, "Student Journalism" সৃষ্টি হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ জঙ্গিবাদমুক্ত সুনাগরিক সৃষ্টি হবে- এককথায় বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

ক) তাঁর উপজেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী সপ্তম হতে দশম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) এই লক্ষ্যে উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা সংগ্রহকরণ;

গ) শিক্ষার্থীদেরকে তাঁদের অসাধারণ সাফল্যের পরিচায়ক হিসাবে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রদান;

ঘ) উপজেলা পর্যায়ে উল্লিখিত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে এইসঙ্গে সংযুক্ত আধা-সরকারি পত্র (নমুনা) প্রদান অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি, তাদের অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে আধা-সরকারি পত্র বিতরণ;

ঙ) সম্ভব হলে আধা-সরকারি পত্রের সঙ্গে মানসম্মত কিছু বই/ফুল বিতরণ;

চলমান পাতা - ০২

চ) আধা-সরকারি পত্র গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা, এই সংক্রান্তে তাঁদের অনুভূতি, ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক, সাধারণ মন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ; এবং

ছ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক সামগ্রিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।

সংযুক্ত: আধা-সরকারি পত্র-দুই পৃষ্ঠা।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,.....(সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৫। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।

(নমুনা)

(অফিসিয়াল প্যাড)

প্রেরকের নাম...
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...
ফোন...
ফ্যাক্স...
ই-মেইল...

আধা-সরকারি পত্র নম্বর... তারিখ...

সুপ্রিয় (স্বহস্তে নাম লিখুন),

নববর্ষের শুভেচ্ছা নিও, তোমার শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতিত্বের সঙ্গে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান/দ্বিতীয়/তৃতীয় স্থান অধিকার করায় হৃদয়ের সকল উষ্ণতা দিয়ে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগত দিনগুলিতে আরও উন্নততর ফলাফল তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলী ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষিদেরকে উপহার দিবে-এই প্রত্যাশা করছি।

২। একজন মেধাবী, কৃতি ও ইতিহাস-সচেতন শিক্ষার্থী হিসাবে নিশ্চয়ই তুমি অবগত রয়েছ যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের তাজা রক্ত এবং দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে কতিপয় স্বাধীনতাবিরোধী কুচক্রী ব্যতীত সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে। শোষণমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট সেনা বাহিনীর কতিপয় বিপথগ্রস্ত কর্মকর্তা জাতির পিতাকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার ফলে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এর পরের প্রায় দুই যুগের ইতিহাস তোমার জানা রয়েছে। তবে, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ নিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগামী ২০২১ সনে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সনে উন্নত দেশে উন্নীত করতে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

৩। সুপ্রিয় ছোট্ট বন্ধু, আজকে তুমি নবীন শিক্ষার্থী। কিন্তু আগামী ১০/১৫ বছরের মধ্যে তোমরাই হবে আমাদের দেশের সকল উন্নয়নের সারথী, সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের রূপকার এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখছি দেশ গড়ার অন্যতম দায়িত্ব তুমিই নিচ্ছ। আগামী দিন হবে শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃৎ-কৌশল, তথ্য ও প্রযুক্তি-নির্ভর একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। সেদিন তোমার মতো আরও হাজার হাজার চৌকষ নেতৃত্বের সৃষ্টি হবে, তাঁরা হবেন সর্বগুণে গুণান্বিত। সেখানে হবে চৌকষদের সুস্থ ও তীব্র প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতায় কেবল শ্রেষ্ঠরাই দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে। এজন্য বন্ধু, বিন্দুমাত্র সময় ক্ষেপন না করে এখন থেকেই মানসম্মত শিক্ষা

চলমান পাতা - ০২

অর্জন করো, পাঠ্য বইয়ের সবটুকু হৃদয়ঙ্গম করো। পিতা-মাতা, শিক্ষকমন্ডলী, বয়োজেষ্ঠ্যদের সম্মান করবে, সময়ানুবর্তী হবে, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির চর্চা করবে, নির্দিষ্ট গন্ডির বাহিরে গিয়ে উচ্চতর স্তরের বই পস্তুক পড়বে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, অনুরূপ প্রথিতযশা মনীষীদের আত্মজীবনী পড়বে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশসহ বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্মসমূহ পাঠ করবে। গ্রন্থপাঠ তোমাকে আলোকিত স্বপ্নবান মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে, করবে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক।

৪। দেশকে ভালোবাসার প্রথম সোপান নিজ এলাকাকে ভালোভাবে জানা। নিজ এলাকার বীরমুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন ইতিহাস ভালো মতো জানবে, আর প্রতিদিন নুন্যতম একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে।

৫। এখন থেকে সুনির্দিষ্ট ছকে অধ্যয়ন করলে আমি নিশ্চিত কেবল তোমার শ্রেণিতে নয়, তুমিই হবে তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, উপজেলা, জেলা এবং দেশের একজন সেরা শিক্ষার্থী। সেই প্রতীক্ষায় থাকলাম।

৬। প্রিয় চৌকষ, সমাজের যেকোন অনাচার বা ইতিবাচক বিষয় তোমার গোচরীভূত হলে বন্ধু হিসাবে আমার উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে জানালে এই 'বিনি সুতির মালা' আরও সুদৃঢ় হবে।

৭। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হও, তীক্ষ হও, তোমরাই আগামীর বাংলাদেশ। সবার ওপরে বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছান্তে, (স্বহস্তে লিখুন)

আন্তরিকভাবে তোমার

(স্বাক্ষর)

নাম

প্রাপকের নাম

ঠিকানা